# সাব্বাথের (বিশ্রামবারের) প্রশ্নের উপর ১০০টি বাইবেল তথ্য!

**সাব্বাথ ও রবিবার সম্পর্কে ১০০ টি আশ্চর্যজনক তথ্য** কেন বিশ্রাম দিন পালন করা উচিত? সাব্বাথের উদ্দেশ্য কি? এটি কে তৈরী করেছেন? এটি কখন তৈরী করা হয়েছে এবং কার জন্য? কোন দিনটি সত্য বিশ্রামবার? অনেকেই সপ্তাহের প্রথমদিন অথবা রবিবার পালন করে। এরজন্য তাদের কাছে বাইবেলের কি কর্তৃত্ব দেয়া হয়েছে? কিছুলোক সপ্তমদিন অথবা শনিবার পালন করে। এরজন্য তাদের কাছে শাস্ত্রীয় কি তথ্য আছে? এই দুই দিনের সম্বন্ধে এখানে তথ্য দেওয়া হল, যা সহজভাবে ঈশ্বরের বাক্যে উল্লেখ করা হয়েছে :

## সপ্তমদিন সম্পর্কে ৬০ টি আশ্চর্যজনক তথ্য

**১.** পৃথিবী সৃষ্টি করার প্রথম ছয়দিন কাজ করার পর, সপ্তম দিনে মহান ঈশ্বর বিশ্রাম নিয়েছিলেন। (**আদি ২:১-৩**)

**২.** এতে ঐ দিনকে ঈশ্বরের বিশ্রামবার অথবা সাব্বাথ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, সাব্বাথ এর অর্থ হল বিশ্রামদিন। দৃষ্টান্ত : যখন কোন ব্যক্তি এক নির্দিষ্ট দিনে জন্ম নেন সেই দিনটির তার জন্মদিন ধরা হয়। ঠিক একইভাবে যখন ঈশ্বর সপ্তম দিনে বিশ্রাম নিয়েছিলেন, সেই দিনটি তাঁর জন্য বিশ্রাম বা সাব্বাথ দিন ধরা হয়।

**৩.** সুতরাং সপ্তম দিন অবশ্যই সবসময় ঈশ্বরের সাব্বাথ দিন হবে। আপনি কি আপনার জন্মদিনটিকে অন্যদিনে পরিবর্তন করতে পারেন? অবশ্যই না। ঠিক সেইরকম ঈশ্বরের বিশ্রাম দিনটি অন্যদিনে পরিবর্তন করা যায় না, সেইদিনে যেদিন তিনি বিশ্রাম নেননি। এইজন্য সপ্তমদিন এখনো ঈশ্বরের বিশ্রামদিন।

**৪.** সৃষ্টিকর্তা সপ্তম দিনকে আশীর্বাদ করেছেন (**আদি ২:৩**)।

**৫.** তিনি সপ্তমদিনকে পবিত্র করেছেন (**যাত্রা ২০:১১**)।

**৬.** তিনি এদন উদ্যানে বিশ্রামদিন তৈরি করেছেন (**আদি ২:১-৩**)।

**৭.** পাপে পতনের আগে বিশ্রামদিন তৈরি হয়েছিল; সুতরাং এটি কোনও নমুনা নয়; পতনের আগে পর্যন্ত এই নমুনার উপস্থাপন করা হয়নি।

**৮.** যীশু বলেছেন এটা মানুষের জন্য তৈরী হয়েছিল (**মার্ক ২:২৭**) অর্থাৎ জাতির জন্য, মানুষ শব্দটি এখানে সবার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে সুতরাং, পরজাতিদের জন্য এবং ইহুদিদের জন্যও।

**৯.** এটি সৃষ্টির একটি স্মারক। (**যাত্রা ২০:১১, ৩১:১৭**)। প্রত্যেকবার যখন আমরা সপ্তমদিনে বিশ্রাম নিই, যেভাবে ঈশ্বর সৃষ্টিতে নিয়েছিলেন, আমরা সেই মহান ঘটনার স্মরণ করি।

**১০.** সপ্তম দিনটি আদমকে দেওয়া হয়েছিল যিনি মানব জাতির প্রধান বা মুখ্য (**মার্ক ২:২৭; আদি: ২:১-৩**)।

**১১.** এভাবে আদমের দ্বারা আমাদের প্রতিনিধি হওয়ার সাথে সাথে, সবজাতিকে দেওয়া হয়েছে (**প্রেরিত ১৭:২৬**)।

**১২.** এটি কেবল ইহুদীদের জন্য নয়, এটি ২৩০০ বছর আগে তৈরি হয়েছিল যখন কোনো ইহুদী ছিল না।

**১৩.** বাইবেলে এটাকে কখনো ইহুদিদের সাব্বাথ বলে না, কিন্তু সর্বদাই "তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর বিশ্রামদিন বলে অভিহিত করেছে"। ঈশ্বরের পবিত্র দিনকে খারাপ কিছু বলার আগে মানুষের সাবধান হওয়া উচিত।

**১৪.** পিতৃ পুরুষের সময়কাল থেকে স্পষ্ট ভাবে একে বিশ্রাম দিন ও সপ্তাহের সপ্তম দিন বলা হয় (**আদি ২ :১-৩; ৮:১০,১২; ২৯:২৭,২৮ ইত্যাদি**)।

**১৫.** সিনয় পর্বতে আঘাত দেওয়ার আগে থেকেই বিশ্রামদিন ঈশ্বরের নিয়মের অংশ ছিল (**যাত্রা ১৬:৪, ২৭-২৯**)।

**১৬.** তারপর ঈশ্বর এটিকে নৈতিক নিয়মের কেন্দ্র করে তোলেন (**যাত্রা ২১:১-১৭**)। যদি বিশ্রাম দিন নয় আজ্ঞার সমান নয় তো কেন তিনি বিশ্রামবারকে দশ আজ্ঞায় সামিল করেছেন?

**১৭.** সপ্তম দিনের বিশ্রাম দিনটি জীবন্ত ঈশ্বর স্বয়ং নিজের মুখ দিয়ে ঘোষণা করেছিলেন, (**দ্বিতীয় বিবরণ ৪:১২, ১৩**)।

**১৮.** তারপর তিনি নিজের আঙ্গুলি দ্বারা দশ আজ্ঞা লিখেছিলেন (**যাত্রা ৩১:১৮**)।

**১৯.** ঈশ্বর দশ আজ্ঞাকে স্থায়ী করার জন্য পাথরে খোদাই করেছিলেন (**দ্বিতীয় বিবরণ ৫:২২**)।

**২০.** এটি মহাপবিত্র স্থানে পবিত্রভাবে রক্ষিত ছিল (**দ্বিতীয় বিবরণ ১০:১-৫**)।

**২১.** ঈশ্বর সাব্বাথ অর্থাৎ বিশ্রাম দিনে কাজ করতে নিষেধ করেছেন, তা যতই গুরুত্বপূর্ণ কাজ হোক না কেন। (**যাত্রা ৩৪:২১**)।

**২২.** ঈশ্বর ইস্রায়েলীয়দেরকে প্রান্তরে বিনাশ করেছিল কারণ তারা বিশ্রামদিনকে অপবিত্র করেছিল (**যিহিস্কেল ২০:১২, ১৩**)।

**২৩.** এটি সত্য ঈশ্বরের চিহ্ন, যার দ্বারা আমরা সত্য ও মিথ্যা দেবতাকে জানতে পারি (**যিহিস্কেল ২০:২০**)।

**২৪.** ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে যদি ইস্রায়েলীয়রা বিশ্রামদিন পালন করতো তবে যেরুশালেম সর্বদাই স্থাপিত থাকতো (**যিরমিয় ১৭:২৪, ২৫**)।

**২৫.** ইস্রায়েলীয়রা বিশ্রাম দিন পালন না করার জন্য তিনি তাদেরকে বাবিলের দাসত্ব পাঠিয়েছিলেন (**নহিমিয় ১৩:১৮**)।

**২৬.** ঈশ্বর যেরুশালেমকে বিশ্রামদিন পালন না করার জন্য ধ্বংস করে দিয়েছিলেন (**যিরমিয় ১৭:২৭**)।

**২৭.** পরজাতিদের মধ্যে যারা বিশ্রামদিন পালন করবে তাদের জন্য ঈশ্বর বিশেষ আশীর্বাদের কথা বলেছেন (**যিশাইয় ৫৬:৬, ৭**)।

**২৮.** এটি ভবিষ্যদ্বাণীতে রয়েছে যা খ্রিস্টীয় বিধানের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্দেশ করে (**যিশাইয় ৫৬ পড়ুন**)।

**২৯.** যারা সাব্বাথ পালন করবে তাদের প্রত্যেককে আশীর্বাদ করবেন বলে ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেছেন (**যিশাইয় ৫৬:২**)।

**৩০.** ঈশ্বর চায় কি আমরা যেন বিশ্রামদিনকে "সম্মান করি"। (**যিশাইয় ৫৮:১৩**) সাবধান, যাহারা বিশ্রাম দিনকে "পুরানো ইহুদির সাব্বাথ, ও" "দাসত্বের জোয়াল" ইত্যাদি বলে।

**৩১.** অনেক প্রজন্ম ধরে পবিত্র সাব্বাথকে পায়ের নীচে দলিত করার পর, তা শেষ দিনে পূর্ণ প্রতিষ্ঠা করা হবে (**যিশাইয় ৫৮:১২, ১৩**)।

**৩২.** সমস্ত পবিত্র ভাববাদীরা সপ্তম দিন অর্থাৎ বিশ্রামবার পালন করেছিলেন।

**৩৩.** যখন ঈশ্বরের পুত্র এসেছিলেন, তিনি তার সমস্ত জীবনে সপ্তমদিন পালন করেছিলেন। (**লুক ৪:১৬; যোহন ১৫:১০**) এই ভাবে তিনি সৃষ্টিতে তার পিতার উদাহরণ অনুসরণ করেছিলেন। তবে কি আমাদের জন্য পিতা ও পুত্রের উদাহরণ অনুসরণ করা সুরক্ষিত নয়?

**৩৪.** সপ্তমদিন হল প্রভুর দিন। (**দেখুন প্রকাশিত বাক্য ১:১০; মার্ক ২:২৮; যিশাইয় ৫৮:১৩; যত্রা ২০:১০**)।

**৩৫.** প্রভু যীশু বিশ্রামবারের কর্তা (**মার্ক ২:২৮**), বিশ্রাম দিন কে প্রেম করতে এবং সুরক্ষিত রাখতে যেমন এক স্বামী তার স্ত্রীকে প্রেম করে এবং প্রতিপালন করে (**প্রথম পিতর ৩:৬**)।

**৩৬.** তিনি বিশ্রামবারকে দয়ার প্রতিষ্ঠান হিসেবে উপস্থাপনা করেছেন, যেন মানুষের উপকার হয় (**মার্ক ২:২৩-২৮**)।

**৩৭.** বিশ্রামবারকে বিলুপ্ত করার পরিবর্তে, তিনি খুব যত্নসহকারে শিক্ষা দিয়েছিলেন কিভাবে এটিকে পালন করা উচিত (**মথি ১২:১-১৩**)।

**৩৮.** তিনি তাঁর শিষ্যদের শিক্ষা দিয়েছিলেন যে বিশ্রাম দিনে কোন কাজ করা উচিত নয়, কিন্তু যেটা "বিধেয়" (**মথি ১২:১২**)।

**৩৯.** তাঁর পুনরুত্থানের চল্লিশ বছর পরেও তিনি তাঁর প্রেরিতদের নির্দেশ দিয়েছিলেন যে বিশ্রামবার প্রার্থনাসহকারে পালন করা উচিত (**মথি ২৪:২০**)।

**৪০.** যীশুর সাথে থাকা ধার্মিক মহিলারা সাবধানতার সাথে তাঁর মৃত্যুর পরেও সপ্তম দিন পালন করেছিলেন (**লুক ২৪:১**)।

**৪১.** খ্রিষ্টের পুনরুত্থানের ৩০ বছর পরও পবিত্র আত্মা একে "বিশ্রাম দিন" হিসেবে অভিহিত করেছেন (**প্রেরিত ১৩:১৪**)।

**৪২.** পৌল যিনি পরজাতিদের জন্য প্রেরিত ছিলেন, ৪৫ খ্রিস্টাব্দে এটিকে "বিশ্রামদিন" বলেছিলেন (**প্রেরিত ১৩:২৭**) পৌল কি জানতো না? নাকি আমরা এখন আধুনিক শিক্ষকদের কথা বিশ্বাস করবো, যারা বলে যে প্রভু যীশুর পুনরুত্থানের পর বিশ্রামদিন পালন করা বন্ধ হয়ে গেছে।

**৪৩.** লুক এক খ্রিষ্টান অনুপ্রেরিত ইতিহাসবিদ ৬২ খ্রিস্টাব্দে এটিকে বিশ্রামদিন বলেছেন। (**প্রেরিত ১৩:৪৪**)।

**৪৪.** অন্যজাতি থেকে যাহারা খ্রীষ্টে প্রবেশ করেছেন, তারাও এটিকে বিশ্রামদিন বলেছেন (**প্রেরিত ১৩:৪২**)।

**৪৫.** ৪৯ খ্রিষ্টাব্দে, মহাখ্রিষ্টীয় সভাতে প্রেরিত এবং প্রায় হাজার শিষ্যদের উপস্থিতিতে, যাকোব একে "বিশ্রামদিন" বলে অভিহিত করেছেন (**প্রেরিত ১৫:২১**)।

**৪৬.** বিশ্রামদিনে প্রার্থনা সভার আয়োজন করা এক রীতি ছিল (**প্রেরিত ১৬:১৩**)।

**৪৭.** পৌল বিশ্রামদিনে সর্বসাধারণের কাছে পবিত্র শাস্ত্র পড়তেন (**প্রেরিত ১৭:২, ৩**)।

**৪৮.** পৌলের রীতি ছিল সাব্বাথ দিনে প্রচার করা (**প্রেরিত ১৭:২, ৩**)।

**৪৯.** কেবলমাত্র প্রেরিত পুস্তকেই ৮৪ বার বিশ্রাম দিনের সভার বিবরণ দেয় (**প্রেরিত ১৩:১৪, ৪৪; ১৬:১৩; ১৭:২; ১৮:৪, ১১ অধ্যায়**)।

**৫০.** খ্রিষ্টান ও ইহুদীদের মধ্যে কখনো বিশ্রামদিনের জন্য বিতর্ক হয়নি। এখানে প্রমাণ পাওয়া যায় যে খ্রিষ্টানরা এখন পর্যন্ত সেই দিন পালন করে যা ইহুদীরা করত।

**৫১.** পৌলের বিরুদ্ধে ইহুদীদের সমস্ত অভিযোগে, তারা তাকে বিশ্রামবারটিকে অগ্রাহ্য করার অভিযোগ আনেনি। যদি তিনি পালন করে না থাকেন, তবে তারা কেন অভিযোগ করেনি?

**৫২.** কিন্তু পৌল স্বয়ং ঘোষণা করেন যে তিনি আজ্ঞা পালন করেছেন, "আমি না ইহুদীদের বিরুদ্ধে, না মন্দিরের বিরুদ্ধে, না কৈসরের বিরুদ্ধে কিছু করেছি" (**প্রেরিত ২৫:৮**)। এটা কেমন করে সত্য হতে পারে যদি সে সাব্বাথ পালন না করে থাকে?

**৫৩.** নতুন নিয়মে বিশ্রামদিন সম্পর্কে ৫৯ বার উল্লেখ আছে এবং তা সবই শ্রদ্ধার সাথে বলা হয়েছে যেমন পুরাতন নিয়মে একই শিরোনাম বহন করে, "বিশ্রামবার"।

**৫৪.** নতুন নিয়মে কোথাও কোন শব্দ লেখা নেই যে বিশ্রাম দিন লুপ্ত হয়ে গেছে, বা তার পরিবর্তন হয়েছে।

**৫৫.** ঈশ্বর বিশ্রামদিনে সাংসারিক কাজ করার জন্য কখনও অনুমতি দেননি, প্রিয় পাঠক কিসের অধিকারে আপনি সপ্তমদিনকে সাধারণ কাজ করার জন্য ব্যবহার করেন?

**৫৬.** নতুন নিয়মে কোন খ্রিষ্টান পুনরুত্থানের আগে বা পরে কখনো সপ্তমদিনে সংসারিক কাজ করেনি। এইরকম একটি ঘটনা খুঁজে বের করুন যে কেউ কাজ করেছে তাহলে আমরা প্রশ্ন করবো। আধুনিক খ্রিস্টানরা বাইবেলের খ্রিস্টানদের থেকে ভিন্ন রীতি কেন পালন করে?

**৫৭.** কোন প্রমান নেই যে ঈশ্বর সপ্তম দিন থেকে তার আশীর্বাদ ও পবিত্রতা সরিয়ে দিয়েছেন বা তুলে নিয়েছেন।

**৫৮.** যেমন এদনে বিশ্রামদিন পালন করা হয়েছিল পাপে পতনের আগে, তেমন নতুন পৃথিবীতেও অনন্তকাল ধরে পালন করা হবে। (**যিশাইয় ৬৬:২২, ৩৩**)।

**৫৯.** সপ্তম দিনের বিশ্রাম দিন হল ঈশ্বরের আজ্ঞার এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ যেমন তিনি নিজের মুখে বলেছিলেন এবং সিনাই পর্বতে নিজেরা আঙ্গুলি দ্বারা লিখেছিলেন, (**যাত্রা ২০**) যখন যীশু তাঁর কাজ শুরু করেছিলেন, তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি আজ্ঞাকে ধ্বংস করতে আসেননি। (**মথি ৫:১৭**)

**৬০.** ঈশ্বরকে ভালবাসার ভান করার জন্য যীশু ফরীশীদের তীব্র নিন্দা করেছিলেন, যখন একইভাবে তারা তাদের ঐতিহ্য অনুসারে দশ আজ্ঞার একটি বাতিল করে দিয়েছিল। রবিবার পালন করা মানুষের ঐতিহ্য।

# সপ্তাহের প্রথমদিন (রবিবার) সম্বন্ধে চল্লিশটি বাইবেল তথ্য

**১.** বাইবেলে সবথেকে প্রথম জিনিস যা লেখা আছে সপ্তাহের প্রথম দিন রবিবারে কাজ করা হয় (**আদিপুস্তক ১:১-৫**)। সৃষ্টিকর্তা নিজেই কাজ করেছিলেন। যদি ঈশ্বর রবিবার দিন পৃথিবী সৃষ্টি করে থাকেন, তবে রবিবার আমাদের কাজ করা কি খারাপ হতে পারে?

**২.** ঈশ্বর মানুষকে সপ্তাহের প্রথম দিন কাজ করার আজ্ঞা দিয়েছেন। (**যাত্রাপুস্তক ২০:৮-১১**) ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করা কি অপরাধ?

**৩.** কোন পিতৃপুরুষরা রবিবারকে পালন করেনি।

**৪.** কোন পবিত্র ভাববাদীরা রবিবার পালন করেননি।

**৫.** ঈশ্বরের আজ্ঞা অনুসারে, তার পবিত্র লোকেরা অন্তত:পক্ষে চারহাজার বছর পর্যন্ত সপ্তাহের প্রথমদিনকে সাধারণ কাজের দিন হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

**৬.** ঈশ্বর নিজেই এটাকে "কাজের দিন" বলে অভিহিত করেছেন (**যিহি ৪৬:১**)।

**৭.** ঈশ্বর এই দিনে বিশ্রাম নেননি।

**৮.** ঈশ্বর কখনো এই দিনকে আশীর্বাদ করেন নি।

**৯.** খ্রীষ্ট এই দিনে বিশ্রাম নেননি।

**১০.** যীশু একজন কাঠের মিস্ত্রী ছিলেন (**মার্ক ৬:৩**), এবং তাঁর ৩০ বছর বয়স পর্যন্ত এই কাজ করছিলেন। তিনি সাব্বাথ পালন করেছেন এবং সপ্তাহের ছয়দিন কাজ করেছেন, যেভাবে সবাই জানে। তাই রবিবারের দিন তিনি অনেক কঠিন কাজ করেছেন।

**১১.** প্রেরিতেরা এই দিনে কাজ করেছিলেন।

**১২.** প্রেরিতেরা কখনো এই দিনে বিশ্রাম নেননি।

**১৩.** খ্রীষ্ট কখনো এই দিনটিকে আশীর্বাদ করেননি।

**১৪.** এই দিনটি কখনো কোনো স্বর্গীয় কর্তৃপক্ষ দ্বারা আশীর্বাদপ্রাপ্ত হয়নি।

**১৫.** এই দিনটিকে কখনো পবিত্রীকৃত করা হয়নি।

**১৬.** রবিবার পালন করার জন্য "কোন আজ্ঞা ধর্মশাস্ত্রে নেই, সেজন্য এইদিনে কাজ করায় কোনো পাপ হয়না" **রোমীয় ৪:১৫** (**আরো দেখুন, ১ যোহন ৩:৪**)।

**১৭.** নতুন নিয়মে কোথাও সপ্তাহের প্রথম দিন কাজ করার জন্য নিষেধ করেনা।

**১৮.** এটিকে অমান্য করার জন্য কোন ধরনের শাস্তি আরোপ করা হয়নি।

**১৯.** কোন আশীর্বাদ প্রতিজ্ঞা করা হয়নি এই দিনটি পালন করার জন্য।

**২০.** এই দিনটি পালন করার জন্য কোন নিয়ম দেওয়া হয়নি। তাহলে প্রভু কি চান যে আমরা এটা পালন করি?

**২১.** রবিবারকে কখনো খ্রীষ্টিয়ান সাব্বাথ বলা হয়নি।

**২২.** রবিবারকে কখনো সাব্বাথ বলা হয়নি।

**২৩.** রবিবারকে কখনো প্রভুর দিন বলা হয়নি।

**২৪.** এমনকি রবিবারকে কখনো বিশ্রাম দিন বলা হয়নি।

**২৫.** রবিবারকে কোন পবিত্র নাম দেওয়া হয়নি, তো কেন আমরা এটিকে পবিত্র বলবো?

**২৬.** এটিকে সাধারণভাবে "সপ্তাহের প্রথম দিন বলা হয়"।

**২৭.** নতুন নিয়ম অনুসারে যীশু কখনো নিজের মুখে এর নাম উচ্চারণ করেননি।

**২৮.** রবিবার শব্দটি বাইবেলে কোনভাবে পাওয়া যায়নি।

**২৯.** না ঈশ্বর, না খ্রীষ্ট এমনকি কোন অনুপ্রেরিত ব্যক্তিও রবিবারকে একটি পবিত্র দিন বলে কোন শব্দ ব্যবহার করেননি।

**৩০.** নতুন নিয়মে সপ্তাহের প্রথম দিন সম্পর্কে ৮ বার উল্লেখ আছে (**মথি ২৮:১; মার্ক ১৬:২,৯; লুক ২৪:১; যোহন ২০:১,১৯; প্রেরিত ২০:৭; ১করন্থীয়১৬:২**)।

**৩১.** এই ছয়টি পদে এই দিনটিকে সপ্তাহের প্রথম দিন হিসেবে উল্লেখ করা আছে।

**৩২.** পৌল অন্যান্য সাধুদের সপ্তাহের প্রথম দিনে কাজ করার জন্য বলেছেন। (**১ করন্থীয় ১৬:২**)

**৩৩.** সম্পূর্ণ নতুন নিয়মে কেবলমাত্র একটি ধার্মিক সভার বর্ণনা পাওয়া যায় যেটি রবিবারে আর তাও রাতে হয়েছিল। (**প্রেরিত ২০:৫-১২**)

**৩৪.** এইরকম কোন সভার বর্ণনা পাওয়া যায়নি কি এইরকম ধার্মিক সভা এর আগে কি এরপরে কখনো হয়েছিল।

**৩৫.** সপ্তাহের প্রথম দিনে এই প্রকার সভা করার কোন রীতি ছিল না।

**৩৬.** এই দিনটিতে রুটি ভাঙার কোন আবশ্যকতা ছিল না।

**৩৭.** আমাদের কাছে কেবলমাত্র একটি ঘটনার বর্ণনা রয়েছে যখন এটি করা হয়েছিল। (**প্রেরিত ২০:৭**)।

**৩৮.** এটি মধ্যরাতের পরে রাত্রিতে করা হয়েছিল। (**প্রেরিত ২০:৭-১১**) যিশু বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এটি উদযাপন করেছিলেন (**লূক ২২**), এবং শিষ্যরা মাঝে মধ্যে এটি প্রতিদিন করতেন (**প্রেরিত ২:৪২-৪৬**)।

**৩৯.** বাইবেলে কোথাও নেই যে সপ্তাহের প্রথম দিন খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের স্মরণ করে। এটি হল মানুষের রীতিনীতি যা ঈশ্বরের আজ্ঞার বিরোধী। (**মথি ১৫:১-৯**) বাপ্তিস্ম যিশুর সমাধি এবং পুনরুত্থানের স্মরণে করা হয়। (**রোমীয় ৬:৩-৫**)

**৪০.** পরিশেষে, নতুন নিয়ম বিশ্রামবার বা সাব্বাথের পরিবর্তনের অথবা প্রথমদিনকে পবিত্রতা মানার বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব।

এখানে বাইবেলের একশত সত্য তথ্য রয়েছে এই প্রশ্নের উপর, যা দেখায় নতুন ও পুরনো নিয়ম উভয়েই সপ্তম দিন প্রভুর বিশ্রামবার। *

রিভিউ এন্ড হেরাল্ড পাবলিশিং এসোসিয়েশন এর ১৮৮৫ সালের প্রকাশিত থেকে প্রকাশ করা হয়েছে।

## সম্পর্কিত প্রবন্ধ:

- সপ্তম দিবস সম্পর্কে ৭ টি তথ্য
- ১০টি কারন কেন বিশ্রামবার যিহুদীদের নয়
- বিশ্রামবারের তথ্যসূত্র

*This material was printed from* **www.SabbathTruth.com**

**আরও অধিক জানার জন্য যোগাযোগ করুন**
পালক জয়ন্ত মণ্ডল - ৭৯০৮৩৪৩২০৪
পালক ইয়োব মণ্ডল - ৮২৪০৮৩২০০৫

AMAZING FACTS India
**৯১৬ ৯১৬ ৪৪৮০**

www.AmazingFactsIndia.org • BengaliBibleSchool@AFTV.in
©2021 Amazing Facts, Inc. All Rights Reserved. Printed in India.